International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.101-114
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i5.2024.101-114

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: বরিশালের গাভা বধ্যভূমিতে গনহত্যার একটি কেস স্টাডি

ড. চিত্ত রঞ্জন সরকার
সিনিয়র প্রশিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধান, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার বিভাগ, রমজানকাঠী কারিগরি ও কৃষি কলেজ, ঝালকাঠী, বাংলাদেশ

সন্ধ্যা পারুল সরকার
প্রভাষক, হেমায়েত উদ্দিন ডিগ্রি কলেজ, ঝালকাঠী, বাংলাদেশ

Abstract:
Genocide, 1971 mass killing of the people in East Pakistan by the then West Pakistani occupation army and their collaborators during the War of Liberation. It began on 25 March 1971, as Operation Searchlight was launched by West Pakistan (now Pakistan) to militarily subdue the Bengali population of East Pakistan; the Bengalis comprised the demographic majority and had been calling for independence from the Pakistani state. No definite survey has yet been made to ascertain the exact number of people killed by the Pakistan army. Immediately after the War of Liberation, it was estimated to be as high as three million and raped more than two million women only in a period of nine months. The genocide committed by the Pakistan army is one of the worst holocausts in world history. Pakistani army established its control over the entire country and carried out brutal genocide in remote areas of East Pakistan. Pakistani army carried out genocide in Barishal district which is a southern remote areas of Bangladesh. The process of mass killing was going on randomly in these areas. In particular, the paper reflected a case study on the village Gabha Genocide in Jhalakathi Thana (now Banaripara Upazila in Barishal district). On 2nd May, 1971 the Pakistani army carried out genocide and killed many people at Gabha, Narerkathi and its adjacent villages in Barishal district. The aim of this paper is to explore issues and find out how and why the Pakistani army carried our genocide in Gabha. In this paper, it can bring a case study to understand the true history about genocide and it would enrich/improve/ decorate the genocide studies of Bangladesh.
Keywords: 1971, Genocide, Liberation war, Pakistani army, Barishal.

সূচনা: ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষনার পর পরই পাকিস্তানের সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা আন্দোলনের বাংলাদেশের স্বাধীনতা

অর্জনের পরিকল্পনাকে নসাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং ২৫ শে মার্চের কালো রাত্রের অন্ধকারে বাঙালী জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাপিঁয়ে পড়ে। অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের সর্বত্রই পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়। এ হত্যাযজ্ঞের দোসর হিসাবে কাজ করে এদেশেরই কুখ্যাত সন্তান, রাজাকার, আলবদর বাহিনীর সদস্যরা। দীর্ঘ ৯ মাস নিরীহ জনগনের উপর পাক বাহিনীর অত্যাচার, পাক হানাদারদের সাথে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধ এবং কখনও সশস্ত্র সংগামের পর অবশেষে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। প্রধান প্রধান জেলা শহরগুলোর মতই দক্ষিনাঞ্চলের জেলাগুলোতেও ঐ পাক বাহিনীর অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। এমনি একটি ঘটনা ১৯৭১ সালের ২রা মে, ১৮ই বৈশাখ ১৩৭৮, রবিবার বরিশাল জেলার ঝালকাঠী থানার (বর্তমানে বানারীপাড়া

উপজেলা, বরিশাল) ১নং গাভা রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের দুইটি প্রত্যন্ত গ্রাম গাভা ও নরেরকাঠীতে পাক হানাদার বাহিনীর অনেক নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার ও হত্যাকান্ড চালায়। ধারনা করা হয়, এই অঞ্চলে এটাই প্রথম হত্যাযজ্ঞ ও গনকবর। গাভা নরেরকাঠী সীমানা সংলগ্ন অঞ্চলে পাক বাহিনীর গণহত্যায় ৬০-৬৫ জন নিরীহ মানুষ প্রান হারায়। এই জঘন্য গণহত্যার ৭/৮ দিন পর লাশগুলোতে একটা মাটির গর্তে গনকবর দেয়া হয়। এলাকবাসী এই মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের স্মৃতি আজও মনে ধারন করে চলছে। স্বাধীনতার কোন স্মৃতি চিহ্ন না থাকলে দেশের তরুন প্রজন্ম এ সবকিছু ভুলে যাবে একদিন। স্বাধীনতার ৩৯ বছর পর অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যেখানে গনহত্যা সংঘটিত হয় সেই স্থানটি গাভা বধ্যভূমি নামে সংরক্ষিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

১। বরিশাল জেলার হিন্দু অধ্যুষিত নরেরকাঠী-গাভা গ্রামসহ অন্যান্য গ্রামে ১৯৭১ সালে ২রা মে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত শহীদদের জরিপ করে নামের তালিকা সংগ্রহ করা হয়।

২। নিহত শহীদদের পরিবারের সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং এলাকার বয়ষ্ক প্রত্যক্ষদশীর্দের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়।

৩। স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের কাছে এলাকাবাসীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পুলিশ প্রশাসন গনহত্যার সত্যতা যাচাই করে।

৪। বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্র পত্রিকায় গনহত্যার খবরাখবর ছাপা হয় এবং বিভিন্ন বই পত্র, জার্নাল ও ম্যাগাজিনের সাহায্য নিয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়।

৫। চূড়ান্ত পর্যায় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত যাচাই বাছাই করে গাভা বধ্যভূমি গনহত্যার ঘটনা স্বীকৃতি লাভ করে।

পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর গনহত্যার বধ্যভূমি সংরক্ষনের জন্য শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ নির্মান করা হয়।

বধ্যভূমির গণহত্যার পেক্ষাপট (২রা মে, ১৯৭১): ১৯৭১ সালের ২রা মে আনুমানিক বিকাল ২.৩০ ঘটিকায় বরিশাল জেলার ঝালকাঠী থানা (বর্তমানে বানারীপাড়া উপজেলা, বরিশাল) ১নং গাভা রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের হিন্দু অধ্যুষিত ২টি প্রতন্ত গ্রাম গাভা ও নরেরকাঠী সংযোগ খালের পাড়ে গাভা গ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে আনুমানিক ৬০-৬৫ জন নিরীহ মানুষ। ঐ নির্মম হত্যাকান্ডে পাক হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল স্থানীয় রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্যরা। ১৯৭১

সালের ৭ই মার্চের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষনার পর পরই পাকিস্তানের সামরিক সরকার স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনাকে চিরতরে নস্যাত করার ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং ২৫শে মার্চে কালো রাত্রে বাঙালী জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্যে রাজাকার ও আলবদরের সহযোগিতায় পাক হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর গণহত্যা চালায়। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এবং ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম হানীর বিনিময়ে এবং অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পরে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে।

গাভা বধ্যভূমি সংরক্ষন প্রক্রিয়া (২৫ই মে, ২০১০): স্বাধীনতার ৩৯ বছর পর ২০১০ সালের ২৫ শে মে বানারীপাড়ায় গাভা গ্রামে যে স্থানে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল সে স্থানটি বাংলাদেশ সরকারের বধ্যভূমি সংরক্ষনের প্রকল্পে অরক্ষিত বধ্যভূমিটি সংরক্ষণের জন্য এলাকাবাসী জেলা প্রশাসক মহোদয়কে উদ্যেগ গ্রহনের আবেদন করে ২৫/৫/২০১০ইং তারিখ। অবশেষে আবেদনের প্রেক্ষিতে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বধ্যভূমিটি জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতায় এখানে একটি গনহত্যার স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে যা গাভা বধ্যভূমি নামে পরিচিত। এতে করে এলাকাবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবি পূরন হয়েছে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাক হানাদার বাহিনী এবং এদেশের দোষররা বাংলাদেশের শান্তি প্রিয় নিরীহ জনগণকে সারাদেশে নির্বিচারে হত্যা করে যে অপরাধ সংঘটিত করেছে তারই তদন্ত কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। যা বধ্যভূমির অবস্থান চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষন, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের তালিকা প্রণয়ন এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা যায়। বানারীপাড়া উপজেলার নরেরকাঠী গ্রামের বাসিন্দা ড. চিত্ত রঞ্জন সরকার গাভা বধ্যভূমি সংরক্ষনের প্রথম উদ্যোগ গ্রহন করেন এবং ১৯৭১ সালে ২রা মে গনহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শীও বটে। বানারীপাড়া গাভা গনহত্যার ৩৯তম বার্ষিকী পালনের জন্য দৈনিক পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয় (সমকাল, ০১/৫/২০১০)। পরবতীর্তে সরকারের জ্যেষ্ঠ তদন্ত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত আইজিপি কতৃর্ক ইস্যুকৃত ২৬ জুন ২০১০ইং তারিখের সাকুর্লার জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কাছে পৌছানোর এক মাস আগেই বানারীপাড়ার গাভা বধ্যভূমি সংরক্ষনের উদ্যেগ গ্রহন করে। সারা বাংলাদেশ এরকম হাজার হাজার বধ্যভূমি অরক্ষিত অবস্থায় আছে। মহান স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সবার অন্তরে ধরে রাখার জন্য সকল বধ্যভূমি চিহ্নিত করে সংরক্ষন করার জন্যে সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়। এ সব বধ্যভূমিতে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে তাদের আত্মার শান্তি কামনার জন্য বধ্যভূমি সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর বাংলাদেশ সরকার এবারই প্রথম ২৫ শে মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস ঘোষনা করেছে এবং সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়েছে। সরকার গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভেরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা স্বাধীনতাকে আরো সুরক্ষা ও সুদৃঢ় করবে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি সারা বিশ্বে একটি বিশেষ বার্তা বহন করবে। গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পাশাপাশি সারা বাংলাদেশে দীর্ঘ ৯ মাসে যেসব স্থানে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল সেই সব স্থানে প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয়রাও বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণের উদ্যেগ নিতে পারে। সারা বাংলাদেশ যে স্থানে যে তারিখে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল সেই সব স্থানে ঐ দিবসটিকে সরকারি নির্দেশনায় স্থানীয়ভাবে উদযাপন করা প্রয়োজন। এতে করে দেশবাসী বিশেষ করে তরুন সমাজ স্বাধীনতার ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে স্থানীয় সচেতন বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে জানতে পারবে। বধ্যভূমি সংরক্ষণ করা গেলে ঐ এলাকার শহীদদের স্থানীয়ভাবে আত্মার শান্তি কামনা করা যাবে। ঐ সব

শহীদদের স্বজনরা স্থানীয় চিহ্নিত যুদ্ধ অপরাধীদের শাস্তির বিচার দাবি করতে পারবে। ঐ সব শহীদদের বিদেহী আত্মার হাহাকার ও আর্তনাদে বধ্যভূমি থেকে নিরব বিপ্লব ঘটিয়ে বলে উঠবে সকল যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হোক। এভাবে বানারিপাড়া গাভা বধ্যভূমিতে শায়িত শহীদদের আত্মা মিছিল করে বলে উঠবে আমরা আছি, আমরা থাকব। সকল অপশক্তি দূর হয়ে দেশে শান্তি বিরাজ করুক।

জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ফিচার: বরিশাল জেলার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার গনহত্যার ঘটনা স্বাধীনতা ৩৯ বছর পর সংরক্ষনের প্রচেষ্টা সফল হয়। বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্র পত্রিকার ব্যাপক প্রচার প্রসার হয়। যা সরকার গনহত্যার ঘটনা নজরে আসে এবং সত্যতা যাচাই বাছাই করে সংরক্ষন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নিম্নে প্রকাশিত রিপোর্ট সমূহ:

সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে বানারীপাড়ার বধ্যভূমি

এসএম গোলাম মাহমুদ রিপন, *বানারীপাড়া থেকে*

স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও বানারীপাড়ার নরেরকাঠী বধ্যভূমি সংরক্ষণ করা হয়নি। ১৯৭১ সালে ২ মে বেলা আড়াইটায় রাজাকারদের সহযোগিতায় ঝালকাঠী সদর উপজেলার গাভা রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের বর্তমানে বানারীপাড়া উপজেলার গাভা নরেরকাঠী এলাকায় পাক বাহিনীর একটি দল আসে। সেখান থেকে তারা হেঁটে বালিগোনা রামচন্দ্রপুর, হোসেন পুর, বীর মহল বামুনের হাট অতিক্রম করার সময় হোসেন পুরের রমেশ বণ্ড, ডাক্তার বিনোদ বিহারি বিশ্বাষ ও বীর মহলের রজনী সিকদারসহ একাধিক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর তারা হিন্দু অধ্যুষিত গাভা ও নরেরকাঠী এলাকায় পাক বাহিনী প্রবেশ করে। অপরদিকে বরিশাল থেকে পাক বাহিনীর আরেকটি দল সড়ক পথে গুয়াচিত্রা, বোর্ড স্কুল, রায়ের হাট হয়ে গাভা গ্রামের চৌকিদার উপেন হালদার ও তার ছেলে মনরঞ্জন হালদারকে গুলি করে হত্যা করে। তারা গাভা বাজারে অগ্নি সংযোগসহ নকুল বণিক ও রমেশ কর্মকারকে নির্মমভাবে হত্যা করে। অপরদিকে স্থানীয় শান্তি কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় পাক বাহিনী দক্ষিণ গাভার খালের পাড়ের রাস্তায় লাইনে দাঁড় করিয়ে নরেরকাঠীর নরেন সরকার (লাকনাথ), বিনোদ মণ্ডল, শুশীল মিস্ত্রী, রাধেশ্যাম মণ্ডল, গাভার অক্ষয় হালদার, শরৎ সমদ্দার, রাজেন বেপারী, রঙ্গ লাল বণিক, হর লাল বণিক, দিলিপ বণিক, কার্তিক দাস, নির্মল, শ্যামল বড়াল, গোপাল রায়, রবীন মুন্সী, অবিনাশ বাড়ৈ, চাউলাকাঠীর গপিনাথ বাড়ৈসহ অজ্ঞাত আরও ১০-১৫ জনকে একসঙ্গে হত্যা করে। হত্যার পর নিরাপরাধ মানুষের লাশগুলো ৭-৮ দিন পর নরেরকাঠী তখরঞ্জন মাষ্টারের বাড়িসংলগ্ন ভিটায় একটি গর্ত করে গণকবর দেয়া হয়। বর্তমানে ওই স্থান কলাবাগান ও আখের ক্ষেতে পরিণত হয়েছে। এলাকাবাসী এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আজও ভুলতে পারেনি। তারা বধ্যভূমিটি সরকারিভাবে রক্ষণা-বেক্ষণের দাবি জানান। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধকালীন বেইজ কমান্ডার বেনি লাল দাস গুপ্ত, সাবেক কমন্ডার ও পৌর মেয়র গোলাম সালেহ মঞ্জু মোল্লাসহ একাধিক মুক্তিযোদ্ধারা নরেরকাঠী বধ্যভূমি সংরক্ষণ করার দাবি জানান।

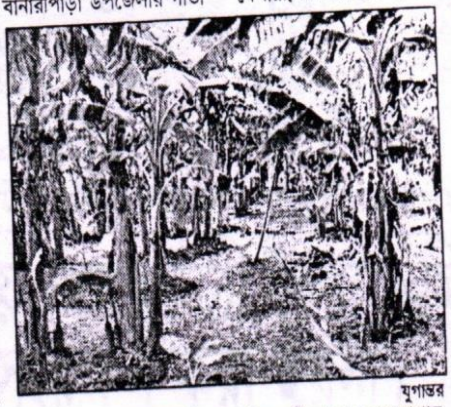

যুগান্তর

বানারীপাড়ার নরেরকাঠি বধ্যভূমিতে নিরোধের কলাবাগান

যুগান্তর, ০৬/০৬/১০

বানারীপাড়ায় নরেরকাঠী বৈধ্য ভূমির একাংশ কলা বাগানে পরিনত হয়েছে

বানারীপাড়ায় নরেরকাঠী বৈধ্য ভুমি আজও সংরক্ষন করা হয়নী।

কে.এম. শফিকুল আলম জুয়েল

বানারীপাড়ায় স্বাধীনতার ৩৯ বছর পরেও নরেরকাঠী বৈধ্য ভুমি সংরক্ষন করা হয়নি। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষনার পর পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করার সড়যন্ত্র করে ২৫শে মার্চের কালরাত্রের অন্ধকারে বাংঙ্গালী জাতীকে চীরতরে ধংস করার জন্য পাক হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র ও নিরীহ জনতার উপর অমানবিক অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়। ওই হত্যা যজ্ঞের দোষর হিসাবে কাজ করে এ দেশেরই কুলাঙ্গার সন্তান, রাজাকার, আলবদর বাহিনীর সদস্যরা। এ বিষয়ে গাভা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবীন শিক্ষক শুখরনঞ্জন সরকার সহ একাধিক প্রবীন ব্যক্তি জানান, ১৯৭১ সালে ২মে রবিবার বেলা আড়াই টায় রাজাকারদের সহযোগীতায় ঝালকাঠী সদর উপজেলার গাভা রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের বর্তমানে বানারীপাড়া উপজেলার গাভা নরেরকাঠী এলাকায় পাক বাহিনীর একটি দল ঝালকাঠী থেকে স্পিড বোর্ড যোগে হিমানন্দকাঠী আসে। সেখান থেকে তারা পায় হেটে বালিগোনা রামচন্দ্রপুর, হোসেন পুর, বীর মহল বামুনের হাট অতিক্রম করার সময় হোসেন পুরের রমেশ বশু, ডাক্তার বিনোদ বিহারী বিশ্বাষ ও বীর মহলের রজনী সিকদার সহ একাধিক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর তারা হিন্দু অধ্যুষিত গাভা ও নরেরকাঠী এলাকায় পাক বাহিনী প্রবেশ করে। অপরদিকে বরিশাল থেকে পাক বাহিনীর আরেকটি দল সড়ক পথে গুয়াচিত্রা, বোর্ড স্কুল, রায়ের হাট হয়ে গাভা গ্রামের চোকীদার উপেন হালদার ও তার পুত্র মনরনঞ্জন হালদারকে গুলি করে হত্যা করে। তারা গাভা বাজারে অগ্নি সংযোগ সহ নকুল বনিক ও রমেশ কর্মকারকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। অপরদিকে স্থানীয় সান্তি কমিটির সদস্যদের সহযোগীতায় পাক বাহিনী গাভা ও নরেরকাঠী এলাকা থেকে অসংখ্য লোক একত্রিত করে দক্ষিন গাভার খালের পারের রাস্তায় লাইনে দাড় কারিয়ে নরেরকাঠীর নরেন সরকার (লাকনাথ), বিনোদ মন্ডল, শুশীল মিস্ত্রী, রাধেশ্যাম মন্ডল,গাভার অক্ষয় হালদার, শরৎ সমদ্দার, রাজেন বেপারী, রঙ্গ লাল বনিক, হর লাল বনিক, দিলিপ বনিক, কার্তক দাস, নির্মল, শ্যামল বড়াল, গোপাল রায়, রবীন মুরী, অবিনাশ বাড়ৈ, কৃস্ণ রাজ, চাউলাকাঠীর গপিনাথ বাড়ৈ সহ অজ্ঞাত আরও ১০/১৫ জনকে একই দিনে হত্যা করে।হত্যাকৃত নিরাপরাধ সাধারন মানুষের লাশ গুলো ৭/৮ দিন পর নরেরকঠী শুখরনঞ্জন মাস্টারের বাড়ি সংলগ্ন ভিটায় একটি গর্ত করে গন কবর দেয়া হয়। এলাকাবাসী এ মর্মান্তিক হত্যা কান্ডের স্মৃতি আজও ভুলতে পারছেনা। তারা উক্ত বৈধ্য ভুমির স্মৃতি সংরক্ষন করে সরকারী ভাবে এর রক্ষনা-বেক্ষনের দাবি জানান। একই ভাবে মুক্তিযুদ্ধকালীন বেইজ কমান্ডার বেনি লাল দাস গুপ্ত, সাবেক কমন্ডার ও পৌর মেয়র গোলাম সালেহ মন্জু মোল্লা সহ একাধিক মুক্তিযোদ্ধারা নরেরকাঠী বৈধ্য ভুমি স্মৃতি নির্ধশন হিসাবে সংরক্ষন করার দাবি জানান।

দৈনিক সত্য সংবাদ, ০২/০৫/১০

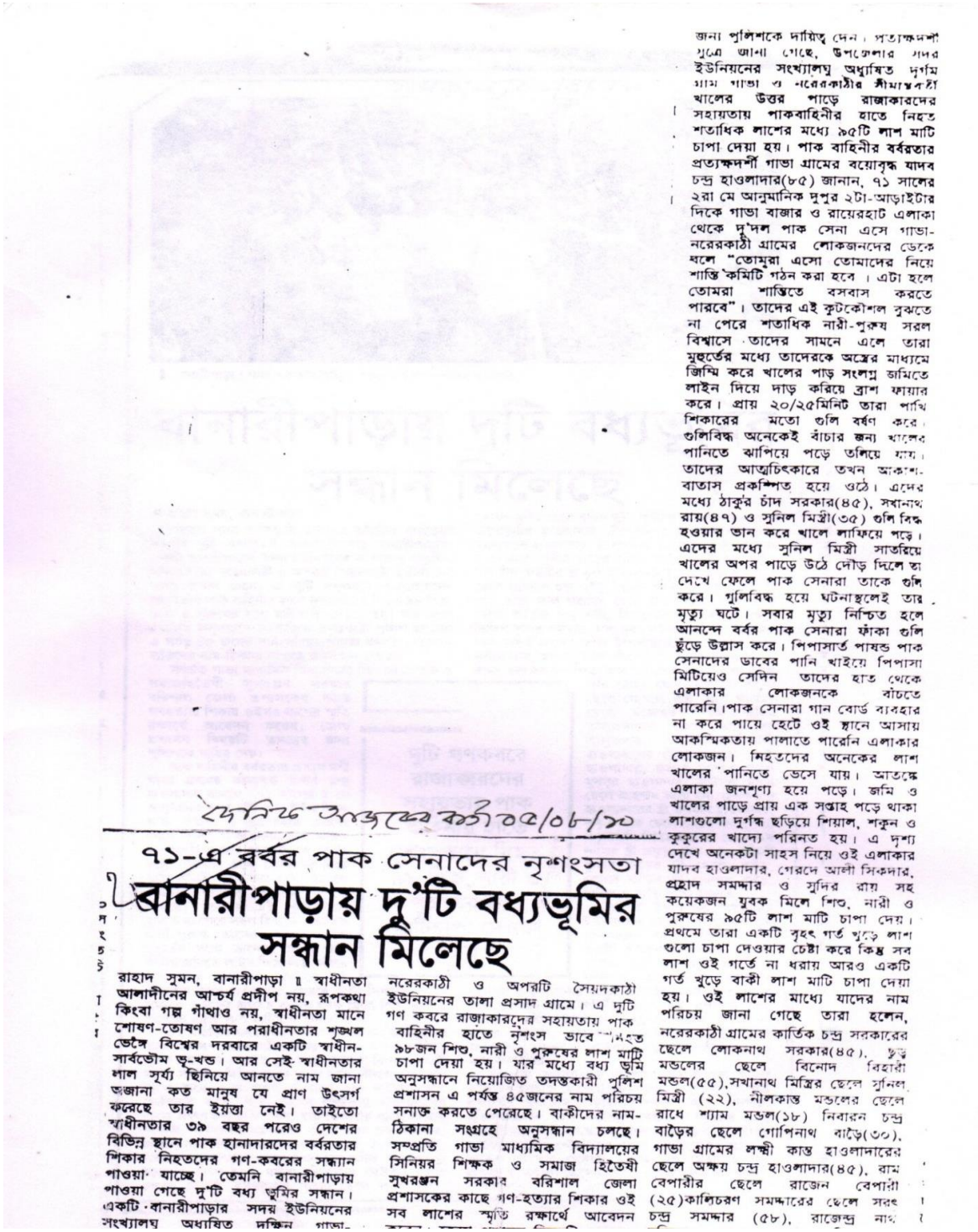

দৈনিক আজকের কাগজ ০৫/০৮/১০

৭১-এ বর্বর পাক সেনাদের নৃশংসতা

বানারীপাড়ায় দু'টি বধ্যভূমির সন্ধান মিলেছে

রাহাদ সুমন, বানারীপাড়া ॥ স্বাধীনতা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ নয়, রূপকথা কিংবা গল্প গাঁথাও নয়, স্বাধীনতা মানে শোষণ-তোষণ আর পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে বিশ্বের দরবারে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ভূ-খন্ড। আর সেই স্বাধীনতার লাল সূর্য্য ছিনিয়ে আনতে নাম জানা অজানা কত মানুষ যে প্রাণ উৎসর্গ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাইতো স্বাধীনতার ৩৯ বছর পরেও দেশের বিভিন্ন স্থানে পাক হানাদারদের বর্বরতার শিকার নিহতদের গণ-কবরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তেমনি বানারীপাড়ায় পাওয়া গেছে দু'টি বধ্য ভূমির সন্ধান। একটি বানারীপাড়ার সদর ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দক্ষিন গাভা-নরেরকাঠী ও অপরটি সৈয়দকাঠী ইউনিয়নের তালা প্রসাদ গ্রামে। এ দুটি গণ কবরে রাজাকারদের সহায়তায় পাক বাহিনীর হাতে নৃশংস ভাবে নিহত ৯৮জন শিশু, নারী ও পুরুষের লাশ মাটি চাপা দেয়া হয়। যার মধ্যে বধ্য ভূমি অনুসন্ধানে নিয়োজিত তদন্তকারী পুলিশ প্রশাসন এ পর্যন্ত ৪৫জনের নাম পরিচয় সনাক্ত করতে পেরেছে। বাকীদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহে অনুসন্ধান চলছে। সম্প্রতি গাভা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও সমাজ হিতৈষী সুখরঞ্জন সরকার বরিশাল জেলা প্রশাসকের কাছে গণ-হত্যার শিকার ওই সব লাশের স্মৃতি রক্ষার্থে আবেদন জানা পুলিশকে দায়িত্ব দেন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সদর ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দুর্গম গ্রাম গাভা ও নরেরকাঠীর সীমান্তবর্তী খালের উত্তর পাড়ে রাজাকারদের সহায়তায় পাকবাহিনীর হাতে নিহত শতাধিক লাশের মধ্যে ৯৫টি লাশ মাটি চাপা দেয়া হয়। পাক বাহিনীর বর্বরতার প্রত্যক্ষদর্শী গাভা গ্রামের বয়োবৃদ্ধ যাদব চন্দ্র হাওলাদার(৮৫) জানান, ৭১ সালের ২রা মে আনুমানিক দুপুর ২টা-আড়াইটার দিকে গাভা বাজার ও রায়েরহাট এলাকা থেকে দু'দল পাক সেনা এসে গাভা-নরেরকাঠী গ্রামের লোকজনদের ডেকে বলে "তোমরা এসো তোমাদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করা হবে। এটা হলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে"। তাদের এই কুটকৌশল বুঝতে না পেরে শতাধিক নারী-পুরুষ সরল বিশ্বাসে তাদের সামনে এলে তারা মুহূর্তের মধ্যে তাদেরকে অস্ত্রের মাধ্যমে জিম্মি করে খালের পাড় সংলগ্ন জমিতে লাইন দিয়ে দাড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে। প্রায় ২০/২৫মিনিট তারা পাখি শিকারের মতো গুলি বর্ষণ করে। গুলিবিদ্ধ অনেকেই বাঁচার জন্য খালের পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে তলিয়ে যায়। তাদের আত্মচিৎকারে তখন আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে ঠাকুর চাঁদ সরকার(৪৫), সখানাথ রায়(৪৭) ও সুনিল মিস্ত্রী(৩৫) গুলি বিদ্ধ হওয়ার ভান করে খালে লাফিয়ে পড়ে। এদের মধ্যে সুনিল মিস্ত্রী সাতরিয়ে খালের অপর পাড়ে উঠে দৌড় দিলে তা দেখে ফেলে পাক সেনারা তাকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে। সবার মৃত্যু নিশ্চিত হলে আনন্দে বর্বর পাক সেনারা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে উল্লাস করে। পিপাসার্ত পাষন্ড পাক সেনাদের ডাবের পানি খাইয়ে পিপাসা মিটিয়েও সেদিন তাদের হাত থেকে এলাকার লোকজনকে বাঁচতে পারেনি। পাক সেনারা গান বোর্ড ব্যবহার না করে পায়ে হেটে ওই স্থানে আসায় আকস্মিকতায় পালাতে পারেনি এলাকার লোকজন। নিহতদের অনেকের লাশ খালের পানিতে ভেসে যায়। আতঙ্কে এলাকা জনশূণ্য হয়ে পড়ে। জমি ও খালের পাড়ে প্রায় এক সপ্তাহ পড়ে থাকা লাশগুলো দুর্গন্ধ ছড়িয়ে শিয়াল, শকুন ও কুকুরের খাদ্যে পরিনত হয়। এ দৃশ্য দেখে অনেকটা সাহস নিয়ে ওই এলাকার যাদব হাওলাদার, গেরদে আলী সিকদার, প্রহ্লাদ সমদ্দার ও সুদির রায় সহ কয়েকজন যুবক মিলে শিশু, নারী ও পুরুষের ৯৫টি লাশ মাটি চাপা দেয়। প্রথমে তারা একটি বৃহৎ গর্ত খুড়ে লাশ গুলো চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সব লাশ ওই গর্তে না ধরায় আরও একটি গর্ত খুড়ে বাকী লাশ মাটি চাপা দেয়া হয়। ওই লাশের মাধ্যে যাদের নাম পরিচয় জানা গেছে তারা হলেন, নরেরকাঠী গ্রামের কার্তিক চন্দ্র সরকারের ছেলে লোকনাথ সরকার(৪৫), ছত্রি মন্ডলের ছেলে বিনোদ বিহারী মন্ডল(৫৫),সখানাথ মিস্ত্রির ছেলে সুনিল মিস্ত্রী (২২), নীলকান্ত মন্ডলের ছেলে রাধে শ্যাম মন্ডল(১৮) নিবারন চন্দ্র বাড়ৈর ছেলে গোপিনাথ বাড়ৈ(৩৩), গাভা গ্রামের লক্ষী কান্ত হাওলাদারের ছেলে অক্ষয় চন্দ্র হাওলাদার(৪৫), বাম বেপারীর ছেলে রাজেন বেপারী (২৫)কালিচরণ সমদ্দারের ছেলে সরৎ চন্দ্র সমদ্দার (৫৮), রাজেন্দ্র নাথ

সমকাল, ০৬/০৮/১০

বানারীপাড়া : গাভা বধ্যভূমি চিহ্নিত করছেন প্রত্যক্ষদর্শীসহ স্থানীয়রা ◄ সমকাল

বানারীপাড়ায় দুটি বধ্যভূমির সন্ধান মিলেছে

রাহাদ সুমন, *বানারীপাড়া*

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার নিদর্শন দুটি বধ্যভূমির সন্ধান মিলেছে বানারীপাড়ায়। একটি বানারীপাড়ার সদর ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দক্ষিণ গাভা-নরেরকাঠী ও অপরটি সৈয়দকাঠী ইউনিয়নের তালা প্রসাদ গ্রামে। এ দুটি গণকবরে রাজাকারদের সহায়তায় পাক বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত ৯৮ শিশু, নারী ও পুরুষের লাশ মাটিচাপা দেওয়া হয়। যার মধ্যে বধ্যভূমি অনুসন্ধানে নিয়োজিত তদন্তকারী পুলিশ প্রশাসন এ পর্যন্ত ৪৫ জনের নাম-পরিচয় শনাক্ত করতে পেরেছে। বাকিদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহে অনুসন্ধান চলছে।

সম্প্রতি গাভা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও সমাজহিতৈষী সুখরঞ্জন সরকার বরিশাল জেলা প্রশাসকের কাছে গণহত্যার শিকার ওইসব লাশের স্মৃতি রক্ষার্থে আবেদন করেন। জেলা প্রশাসন বিষয়টি তদন্তের জন্য পুলিশকে দায়িত্ব দেয়।

পাক বাহিনীর বর্বরতার প্রত্যক্ষদর্শী গাভা গ্রামের বয়োবৃদ্ধ যাদব চন্দ্র হাওলাদার জানান, '৭১ সালের ২ মে আনুমানিক দুপুর ২টা-আড়াইটার দিকে গাভা বাজার ও রায়েরহাট এলাকা থেকে দু'দল পাক সেনা এসে গাভা-নরেরকাঠী গ্রামের লোকজনকে ডেকে বলে, 'তোমরা এসো তোমাদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করা হবে। তাহলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।' তাদের এই কূটকৌশল বুঝতে না পেরে সরল বিশ্বাসে শতাধিক নারী-পুরুষ তাদের সামনে এলে মুহূর্তের মধ্যে তাদের খালের পাড় সংলগ্ন জমিতে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করা হয়। এখানে ওই এলাকার যাদব হাওলাদার, গেরদে আলী সিকদার, প্রহ্লাদ সমদ্দার ও সুদির রায়সহ কয়েক যুবক মিলে শিশু, নারী ও পুরুষের ৯৫টি লাশ মাটিচাপা দেয়।

> দুটি গণকবরে রাজাকারদের সহায়তায় পাক বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত ৯৮ শিশু, নারী ও পুরুষের লাশ মাটিচাপা দেওয়া হয়

এই মর্মান্তিক গণহত্যার শিকার যাদের নাম জানা গেছে তারা হলেন– নরেরকাঠী গ্রামের কার্তিক চন্দ্র সরকারের ছেলে লোকনাথ সরকার, ছুড়ু মণ্ডলের ছেলে বিনোদ বিহারী মণ্ডল, সখানাথ মিস্ত্রির ছেলে সুনিল মিস্ত্রি, নীলকান্ত মণ্ডলের ছেলে রাধে শ্যাম মণ্ডল, নিবারণ চন্দ্র বাড়ৈর ছেলে গোপিনাথ বাড়ৈ, গাভা গ্রামের লক্ষীকান্ত হাওলাদারের ছেলে অক্ষয় চন্দ্র হাওলাদার, রাম বেপারীর ছেলে রাজেন বেপারী, কালিচরণ সমদ্দারের ছেলে সরৎ চন্দ্র সমদ্দার, রাজেন্দ্র নাথ বণিকের ছেলে রঙ্গলাল বণিক, হরলাল বণিক, নারায়ণ চন্দ্র বণিকের ছেলে কমল চন্দ্র বণিক, রাখাল চন্দ্র বড়ালের ছেলে শ্যাম বড়াল, নিশিকান্ত দেউরীর ছেলে দেবেন দেউরী, বসন্তকুমার সাহার ছেলে কালা সাহা, দেবেন মৃধার ছেলে রবিন মৃধা, পূর্ণচন্দ্র হাওলাদারের ছেলে উপেন্দ্রনাথ হাওলাদার, উপেন্দ্রনাথ হাওলাদারের ছেলে মনোরঞ্জন হাওলাদার, উপেন্দ্রনাথ হাওলাদারের স্ত্রী মনিরানী হাওলাদার, সুধীর বাড়ৈর মেয়ে কবিতা রানী বাড়ৈ, কুঞ্জ বিহারীর দেউরীর স্ত্রী ফুলসোনা দেউরী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাড়ৈর ছেলে অবিনাশ চন্দ্র বাড়ৈ, হেমন্ত কুমার রাজের ছেলে হরে কৃষ্ণ রাজ, লালু ঘরামির ছেলে হরি ঘরামি, লেদু ঋষির ছেলে কার্তিক চন্দ্র ঋষি, জিতেন্দ্রনাথ সমদ্দারের ছেলে দিলিপ কুমার সমদ্দার, গঙ্গা চরণ দাসের ছেলে শশী কুমার দাস, নসাই দাসের ছেলে উপেন দাস, সরৎ দাসের ছেলে সুশীল দাস, অম্বিকা চরণ বণিকের ছেলে নকুল চন্দ্র বণিক, রমেশ চন্দ্র কর্মকার পিতা অজ্ঞাত, রশিক চন্দ্র ঘোষের ছেলে ফনি মোহন ঘোষ, ভাগারাম রায়ের ছেলে গোপাল রায়, লালু ঘরামির ছেলে যজ্ঞেশ্বর ঘরামি, করিম তালুকদারের ছেলে আঃ রব তালুকদার, জবেদ আলী হাওলাদারের ছেলে আশ্রাফ আলী হাওলাদার, হুজ্জুত আলীর ছেলে মুনসুর হাওলাদার, আটসক মৃধার ছেলে আহম্মদ আলী মৃধা, রশিক চন্দ্র হাওলাদারের স্ত্রী গুণমনি হাওলাদার, বুলু পেদার ছেলে সেকেন্দার পেদা, মধু ঘরামি পিতা অজ্ঞাত, ভোলানাথ দাসের স্ত্রী প্রফুল্ল বালা দাস, অশ্বিনী কুমার বাড়ৈর স্ত্রী হেমলা বাড়ৈ, কেদার বাড়ৈর স্ত্রী গোলাপ বাড়ৈ, নিশিকান্ত বাড়ৈ পিতা অজ্ঞাত।

এদিকে উপজেলার সৈয়দকাঠী ইউনিয়নের তালাপ্রসাদ গ্রামের গনি খন্দকারের বাড়ির বাগানে ছোট একটি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ওই গণকবরে আঃ গনি খন্দকার, তার ছেলে দেলোয়ার হোসেন ও হাওলাদার বাড়ির মতাবের মাষ্টারসহ ৩ জনের লাশ রয়েছে। পাক বাহিনীর হাতে ওই এলাকায় তখন জোনাব আলী, তার ছেলে কালু, মোশারেফ হাওলাদার, সত্তার বেপারী, বাবরজান হাওলাদার, আঃ রহমান হাওলাদার, ভুজঙ্গর চৌকিদারসহ ২৬ নারী-পুরুষ নিহত হয় বলে জানা যায়।

বধ্যভূমি অনুসন্ধানের ব্যাপারে বানারীপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ মেজবাহ উদ্দিন জানান, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বেস কমান্ডার বেণীলাল দাসগুপ্ত বেনু, বানারীপাড়া মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার তরুণেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ও পৌরসভার মেয়র ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার গোলাম সালেহ মঞ্জু মোল্লা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন মল্লিক বধ্যভূমি দুটি সংরক্ষণের দাবি জানান।

১৯৭১ সালে ২রা মে অনুষ্ঠিত গনহত্যার প্রত্যক্ষদশীর্দের সাক্ষাৎকার: বরিশালের গাভা বধ্যভূমির গনহত্যায় স্থানীয় বিভিন্ন গনমান্য ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন তদন্ত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার বর্ননা দেন। তাদের মধ্যে শ্রী সুখরঞ্জন সরকার (বয়স ৭৫), সিনিয়র শিক্ষক বলেন যে ২০-২৫ জনের পাক বাহিনীর একটি দল শান্তি কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় ঝালকাঠী বন্দর হতে আসা বিভিন্ন প্রতিকূল পথ পরিক্রম করে বেলা আনুমানিক ২.৩০টায় গাভা নরেরকাঠী সীমান্তে রাস্তার ধারে বসিয়ে নিরীহ জনগনের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়।

যাদব চন্দ্র হাওলাদার (৮৫) বলেন যে, একই সময় বরিশার শহর থেকে আসা পাক বাহিনীর আরেকটি দল বিভিন্ন এলাকায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গাভা নরেরকাঠী এলাকায় আরও গনহত্যা চালায়।

কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের বধ্যভূমি সংরক্ষনের প্রদক্ষেপ সমূহ: সরকারের বিভিন্ন সংস্থা গনহত্যার তথ্য যাচাই বাছাই করে অবশেষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বধ্যভূমির সংরক্ষনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। নিম্নে অফিস আদেশ:

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয়
বানারীপাড়া,বরিশাল।

স্মারকনং উসসেকা/বানারী/বরি/ ২২৫ /১০ তারিখঃ ৬/৯/১০ ইং

বরাবরঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বানারীপাড়া,বরিশাল।

বিষয়ঃ বধ্যভূমি চিহ্নিত করণ প্রসংগে।।

সূত্রঃ উনিঅ/বানারী/২০১০/৩৭৪ তারিখঃ ২৬/৭/১০ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মহোদয়ের সূত্রোক্ত পত্রের নির্দেশ মোতাবেক নিম্ন স্বাক্ষরকারী বিগত ১১/৮/১০ ইং তারিখ গাভা নরেরকাঠী বধ্যভূমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন আবেদনকারী সুখরঞ্জন সরকার,সিনিয়র শিক্ষক সহ স্থানীয় ২৫/৩০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় যে, ১৯৭১ সনের ২রা মে বেলা ২.৩০ মিঃ সময়ে ঝালকাঠী ও বরিশাল হতে আগত ২টি দলে ২০/২৫ জন পাক বাহিনী গাভা নরেরকাঠী গ্রামে ঢুকে শান্তি কমিটির সভা করার কথা বলে গ্রামবাসীর প্রায় ৯০/৯৫ জন নারী ও পুরুষ গাভা নরেরকাঠী খালের উওর পাড়ে একত্রিত করে লাইনে দাড় করিয়ে ব্রাস ফায়ার করে হত্যা করে। তখনকার সময়ের প্রত্যক্ষ দর্শী ও গণ কবরের সহযোগী সাদব চন্দ্র হাওলাদার -৮৪,জানান যে,গণ হত্যার ৭/৮ দিন পরে লাশ গুলো গাভা নরেরকাঠী খালের উওর পাড়ে আবেদনকারী সুখরঞ্জন মাষ্টারের জমিতে ০২ টি গর্ত করে মাটি চাপা দেয়া হয়। বর্তমানে বধ্যভূমি টি আখ ও কলার ক্ষেতে পরিনত হয়েছে।

এমতাবস্থায় বধ্যভূমি সংরক্ষন প্রকল্পের আওতায় উক্ত বধ্যভূমিটি সংরক্ষনের সুপারিশ করা হলো এবং নিহতদের তালিকা এতদ সংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ

১। ৫৮ জন নিহত ব্যক্তিদের তালিকা-১কপি।
২। বধ্যভূমির ছবি- ১কপি।

৬/৯/১০
(শাহাজাদী আক্তার)
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
বানারীপাড়া,বরিশাল।
ও
তদন্তকারী কর্মকর্তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০৮.০১৪.০১৮(৮).১১/৪৩৪ তারিখ: ৩৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ / ২১ নভেম্বর, ২০১৬

বিষয়ঃ "১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)"-শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি'তে নতুন তালিকা অন্তর্ভুক্তিকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত "১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)"-শীর্ষক প্রকল্পে ডিপিপি'তে নতুন তালিকা অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রী, এমপি এবং মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারগণ বধ্যভূমির তালিকা প্রেরণ করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

বর্ণিতাবস্থায়, "১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)"-শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি'তে নতুন ৭৫টি (সংযুক্ত, ইতোপূর্বে ১৪/০৮/২০১৬ তারিখের ৩১৫ স্মারকে প্রেরিত ১৬টি বধ্যভূমিসহ মোট ৭৫টি) বধ্যভূমির তালিকা অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হ'ল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (০২ প্রস্থ)।

২১/১১/২০১৬
(মোঃ মমিনুর রহমান)
সহকারী প্রধান
ফোন ঃ ৯৫১১১৮৮

প্রধান প্রকৌশলী
গণপূর্ত অধিদপ্তর
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ কাজী মোঃ ফিরোজ হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পেকু বিভাগ)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ
১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণাল, ঢাকা।
৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

D:\Project-\1971 boddhovumi-\Letter.doc

শহীদদের তালিকা, স্মৃতিস্তম্ভ ও স্মৃতিফলক নিম্নে: ১৯৭১ সনের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী কতৃর্ক গাভা নরেরকাঠী গ্রামের নিহত ব্যক্তিদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নিহত ব্যক্তিদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা	আনুমানিক বয়স
০১	লোকনাথ সরকার	কার্তিক চন্দ্র সরকার	নরেরকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪৫
০২	বিনোদ বিহারী মন্ডল	ছুডু মন্ডল	নরেরকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৫৫
০৩	সুনিল মিস্ত্রি	সখানাথ মিস্ত্রি	নরেরকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২২
০৪	রাধেশ্যাম মন্ডল	নীল কান্ত মন্ডল	নরেরকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল।	১৮
০৫	উপেন্দ্রনাথ হাওলাদার	পূর্নচন্দ্র হাং	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৬০
০৬	মনোরঞ্জন হাওলাদার	উপেন্দ্র নাথ হাং	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২৫
০৭	অক্ষয় চন্দ্র হাওলাদার	লক্ষী কান্ত হাং	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪৫
০৮	শরৎ চন্দ্র সমাদ্দার	কালীচরণ সমাদ্দার	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৫৮
০৯	রাজেন বেপারী	রাম বেপারী	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২৫
১০	হরলাল বনিক	রাজেন্দ্র নাথ বনিক	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২০
১১	নকুল চন্দ্র বনিক	অম্বিকা চরণ বনিক	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৭০
১২	রঙ্গলাল বনিক	রাজেন্দ্র নাথ বনিক	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২২
১৩	কার্তিক চন্দ্র ঋষি	লেদু ঋষি	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪৮
১৪	কমল চন্দ্র বনিক	নারায়ন চন্দ্র বনিক	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২০
১৫	রমেশ চন্দ্র কর্মকার	পিতা : অজ্ঞাত	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৬৮
১৬	অবিনাশ চন্দ্র বাড়ৈ	জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাড়ৈ	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২৫
১৭	হরেকৃষ্ণ রাজ	হেমন্ত কুমার রাজ	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২৫

১৮	গোপাল রায়	গঙ্গাচরণ রায়	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৬০
১৯	শ্যাম বড়াল	রাখাল চন্দ্র বড়াল	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২৪
২০	গোপীনাথ বাড়ৈ	বেচারাম বাড়ৈ	চাউলকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৩০
২১	রবিন মুড়ি	দেবেন মুড়ি	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪০
২২	হরি ঘরামি	লালু ঘরামী	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৩৫
২৩	সবিতা রানী বাড়ৈ	সুধীর বাড়ৈ	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	০৮
২৪	গুনমনি হাওলাদার	স্বামী: রসিক চন্দ্র হাং	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৭০
২৫	মনিরানী হাওলাদার	স্বামী: উপেন্দ্র নাথ হাং	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৫২
২৬	দেবেন দেউড়ী	নিশীকান্ত দেউড়ী	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪০
২৭	কালাচাদ সাহা	বসন্ত কুমার সাহা	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪৫
২৮	ফুল সোনা দেউড়ী	স্বামী: কুঞ্জ বিহারী দেউড়ী	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪০
২৯	দিলীপ কুমার সমাদ্দার	জিতেন্দ্র নাথ সমাদ্দার	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২৫
৩০	শশী কুমার দাস	গঙ্গা চরণ দাস	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪৭
৩১	উপেন দাস	নসাই দাস	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪২
৩২	শুশীল দাস	শরৎ দাস	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪৫
৩৩	আঃ রব তালুকদার	কুরিমুদ্দিন তালুকদার	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৬২
৩৪	আশ্রাব আলী হাং	জবেদ আলী হাং	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪০
৩৫	মুনসুর হাং	হজ্জত আলী হাং	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪০
৩৬	আহম্মদ আলী মৃধা	আটসক মৃধা	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২২
৩৭	সেকেন্দার প্যাদা	বুলু প্যাদা	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪৫
৩৮	নিরঞ্জন সাধক	বসন্ত কুমার সাধক	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	২৫
৩৯	নারায়ন চন্দ্র বাড়ৈ	অশ্বিনী বাড়ৈ	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪২
৪০	সারধা ঘরামী	স্বামীঃ ললিত ঘরামী	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৫৫
৪১	মধু ঘরামী	পিতাঃ অজ্ঞাত	নরেরকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪৮

৪২	প্রফুল্ল বালা দাস	স্বামীঃ ভোলানাথ দাস	নরেরকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৬২
৪৩	ক্ষিরোধা বাড়ৈ	স্বামীঃ অশ্বিনী কুমার বাড়ৈ	নরেরকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৬০
৪৪	গোলাপ বাড়ৈ	স্বামীঃ কেদার বাড়ৈ	নরেরকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৫৮
৪৫	নিশীকান্ত বাড়ৈ	পিতাঃ অজ্ঞাত	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৬৫
৪৬	যজ্ঞেস্বর ঘরামী	লালু ঘরামী	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৫৫
৪৭	ফণীমোহন ঘোষ	রসিক চন্দ্র ঘোষ	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৭২
৪৮	সরজনী বাড়ৈ	স্বামী : অশ্বিনী কুমার বাড়ৈ	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৬০
৪৯	বিল্লোবাসীনি মিস্ত্রি	স্বামী: গৌরাঙ্গ মিস্ত্রী	গোয়ালকান্দা, ঝালকাঠী	৩০
৫০	শুকলাল মন্ডল	মহেন্দ্র নাথ	আটঘর, পিরোজপুর	২৪
৫১	মহাদেব মল্লিক	হরনাথ মল্লিক	সুলতানপুর, পিরোজপুর	৩৫
৫২	আকিমোন্নেছা	স্বামী: সেকেন্দার প্যাদা	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪০
৫৩	সামছুন্নাহার	স্বামীঃ আঃ মজিদ	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৪৫
৫৪	মোহাম্মদ আলী ফকির	সোনামদ্দিন ফকির	বেরমহল, ঝালকাঠী	২৭
৫৫	মোহম্মদ আলী রাঢ়ী	আমিন উদ্দিন রাঢ়ী	বেরবহল, ঝালকাঠী	৩০
৫৬	আঃ লতিফ শেরওয়ানী	আচমত আলী শেরওয়ানী	বেরবহল. ঝালকাঠী	৩০
৫৭	প্রফুল্ল কুমার নাথ	অনন্ত কুমার নাথ	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৩৫
৫৮	কামিনী বাড়ৈ	ভোলা নাথ বাড়ৈ	নরেরকাঠী, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৭৫
৫৯	উর্মিলা হালদার	মধূসুধন দাস	কুড়িয়ানা, নেছারবাদ	২১
৬০	শশী হালদার	মহেশ হালদার	গাভা, বানারীপাড়া, বরিশাল।	৭৫

স্মৃতিস্তম্ভ

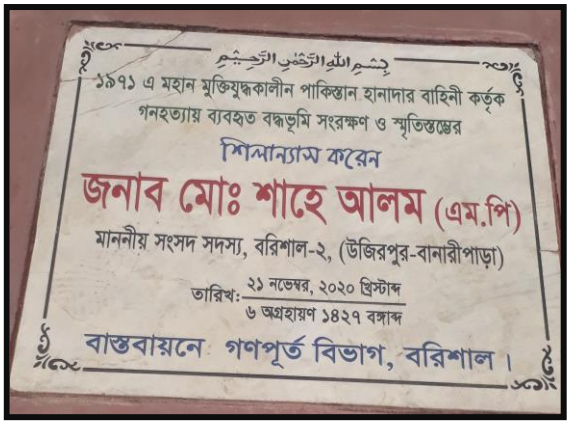

স্মৃতিফলক

গাভা বধ্যভূমির গনহত্যার তথ্যসমূহ: পাকিস্থানি বাহিনী ২রা মে, ১৯৭১ সালে গাভা বধ্যভূমিতে গনহত্যায় নির্বিচারে নিরীহ জনগনকে যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তার বৈশিষ্টাবলী:

১। বরিশাল জেলার ঝালকাঠী থানা (বর্তমান বানারীপাড়া) হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় পাকিস্তানি বাহিনী পরিকল্পনা করে গনহত্যা চালায়।

২। পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে দোষর হিসাবে ছিলো এলাকা আলবদর রাজাকার যারা শান্তি বাহিনীর নাম করে এলাকায় পরিচিত লোকদের একত্রিত করে হিন্দু মুসলমানকে আলাদা করে হিন্দুদের গুলি করে।

৩। যদিও প্রধান লক্ষ্য ছিলো হিন্দুদের নিহত করে লুটতরাজকরা এবং বিতাড়িত করা।

৪। স্থানীয় রাজাকাররা মুসলীম লীগের নেতারের সাথে যোগযোগ করে পাকিস্তানি বাহিনীদের কাছে খবরাখবর পৌছে দিতো।

৫। গাভা বধ্যভূমি হত্যাযজ্ঞে ৬০-৬৫ জন লোক নিহত হয় এবং এখনো অনেক লোককে সনাক্ত করা যায়নি। খালের পাড়ে লাইন দিয়ে হত্যা করে যে কারনে অনেক লাশ জলে ভেষে গেছে। স্বাধীনতার ৩৯ বছর পর যে সময় থেকে সংরক্ষন প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন সকল শহীদদের তালিকা করা যায়নি। রাজনৈতিক কারনেও সংরক্ষন প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে করা যায়নি।

৬। সদ্য প্রশিক্ষিত মুক্তিবাহিনীদের আস্তানা রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনীদের খোজঁখবর করা হত।

৭। ঐ দিনের গনহত্যায় বেশির ভাগই ছিলো নিরীহ কৃষক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গুলি লাগার পরও বেঁচে ছিলো। চিকিৎসার অভাবে পরে মারা গেছে।

৮। দীর্ঘ ৩৯ বছর পর গনহত্যার স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালানো হয়। অবশেষে অনেক তদন্তের পর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং গনপূর্ত অধিদপ্তরের সহায়তায় সফল ভাবে বধ্যভূমিতে স্মৃতিশৌধ নির্মানের মধ্য দিয়ে সংরক্ষন করা হয়। পরিতাপের বিষয় হলো যে বধ্যভূমি সংরক্ষনের জন্য যারা প্রথমে এগিয়ে এসছিল তাদেরকে উপেক্ষা করেই আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালিত হয় ।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা: ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর বহুসংখ্যক গ্রন্থ, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা লেখা হলেও সেগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য এখন পযন্তর্ অপ্রতুল।। স্বাধীনতা অর্জনের ৫৩ বছর পার করলেও সঠিক তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র ছাড়াও দেশের বাইরেও অনেক বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের যে গনহত্যা ও অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কতৃর্ক সৃষ্ট গনহত্যার বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষন ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মান এখনও সম্ভব হয়নি। বরিশালের গাভা বধ্যভূমিতে শহীদদের সংখ্য সঠিক ভাবে বলা এখনও সম্ভব হয়নি।

উপসংহার: পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ মানুষের উপরে দীর্ঘ ৯ মাস যাবৎ নির্মম হত্যাকান্ড চালিয়েছিল। কিন্তু মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর কাছে সমর যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাস্ত করেছে। ৯ মাস যুদ্ধের পর দেশ বিজয় অর্জন করেছে। বরিশালের বানারীপাড়া গাভা বধ্যভূমি গনহত্যায় ৬০-৬৫ জন নিরীহ মানুষ হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে প্রান দিয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের ৫৩ বছর পরও এখন পর্যন্ত শহীদদের সঠিক তালিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের, বধ্যভূমি চিহ্নিতকরন ও সংরক্ষন কাজ সম্পন্ন হয়নি। তবে প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। আমরা হয়ত একদিন আমাদের আত্মত্যাগের সুফল ভোগ করতে পারব।

তথ্য সূত্র:

১। সুষমিতা রানী দাস ও অন্যান্য, Genocide in the Liberation War of Bangladesh: A Case Study on Sreepur Genocide, Noakhali, Vol: VI, Issue-V, September 2020.
২। সুশান্ত ঘোষ, মুক্তিযুদ্ধে কিশোর ইতিহাস, বরিশাল, ২০১৭।
৩। দিলীপ কুমার মন্ডল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা, সুন্দরবন সংলগ্ন জেলা, ২০১৭।
৪। তদন্ত কর্মকর্তা কতৃর্ক উপজেলা নিবাহীর্ কর্মকর্তাকে রিপোর্ট, ৮/৯/২০১০।
৫। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় অফিস আদেশ, ২১ নভেম্বর ২০১৬।
৬। যুগান্তর পত্রিকা, ০৬/৬/২০১০।
৭। দৈনিক সত্য সংবাদ, ০৯/৬/২০১০।
৮। দৈনিক আজকের বার্তা, ০৫/৮/২০১০।
৯। সমকাল, ০৬/৮/২০১০।